৪১তম বর্ষে সুধীজন পাঠাগার

আসজাদুল কিবরিয়া

হাঁটি হাঁটি পা পা করে যে পাঠাগার ১৯৬৪ সালের ২ ফেব্রুয়ারি আমলাপাড়ার এক বৈঠকখানায় আত্মপ্রকাশ করেছিল এখন সেটি পা দিয়েছে ৪১ বছরে। আজকের সুদৃশ্য ছিমছাম তিনতলা ভবনে ঢুকে কে বলবে এক সময় ৫০টাকা ঘর ভাড়া দিতে হিমশিম খেয়েছে প্রতিষ্ঠাতারা? মাত্র ১০টি বই, বই রাখার ১টি আলমারি, ১টি টেবিল, ১০টি চেয়ার ও ২টি হারিকেন নিয়ে এই পাঠাগারের পথচলা শুরু?

পাঠাগার গড়ার পরিকল্পনাটি রোমাঞ্চকরই বটে। তরুণ ফজলে রাব্বি তখন বাংলা একাডেমীতে যোগদান করেছেন। নারায়ণগঞ্জ থেকে ট্রেনে যাতায়াত করেন। ট্রেনের সময়টুকু কাটে বই পড়ে। সহযাত্রীও বই পড়তে আগ্রহী। কিন্তু অফিসের বই তো আর ধার দেয়া যায় না। কি করা যায় ভাবতে ভাবতে নিজেরা কয়েকজন চাঁদা দিয়ে বই কিনে তা পরস্পর আদান-প্রদান করার বুদ্ধি আসে প্রথম মাথায়। সেটা ১৯৬২-৬৩ সালের কথা। এই চিন্তা থেকেই ফজলে রাব্বি ও আরো কয়েকজন প্রতিদিন বিকেলে কখনো চাষাড়া রেল স্টেশনে, কখনো তাদের ১৬ নম্বর হরকান্ত ব্যানার্জী রোডের বাড়ির বৈঠকখানায় বসতেন আর কথা-বার্তা বলতেন। এই আসরে যোগ দিতেন স্থানীয় তোলারাম কলেজের অধ্যাপক নুরুল হক ও সাইদুর রহমান ভুঞা, ফয়েজুর রহমান, কুতুবউদ্দিন খন্দকার, ওসমান গণি, আবদুল মতিন, আবদুল আজিজ প্রমুখ। তাঁদের এই আলাপচারিতা থেকেই বেরিয়ে এলো একটি পাঠাগার গড়ে তোলার ভাবনা। কাজটা সহজসাধ্য নয়। এরা সবাই কর্মজীবনে প্রবেশ করেছেন। তবে বইয়ের প্রতি ভালবাসা থেকে কয়েকজন ছাত্রও এসে যোগ দিলেন এই উদ্যোগে। মোহাম্মদ ইসহাক, তমিজউদ্দিন আহমদ, আক্তারুজ্জামান, আবদুল ওয়াহেদসহ আরো কয়েকজন।

cvVvMv‡ii gj cÖwZôvZv cwiKíbvKvix dR‡j ivwe¦

ফজলে রাব্বির পিতা আবু আহমদ আবদুল আলী সাহেবের বৈঠকখানায় এই পাঠাগারপ্রেমীরা প্রথম এ আনুষ্ঠানিকভাবে মিলিত হই ১৯৬৩ সালের ১১ নবেম্বর। ঐদিনই সিদ্ধান্ত হয় 'আমলাপাড়া পাঠাগার' গড়ে তোলার। তবে পাঠাগারে গঠনতন্ত্র অনুমোদিত হয় ১৯৬৪ সালের ২ ফেব্রুয়ারি ঐ সময়ই অধ্যাপক সাইদুর রহমান ভুঞা পাঠাগারের নাম দেন সুধীজন পাঠাগার। 'রজনী নিবাস' নামক আমলাপাড়ার একটি বাড়িতে পাঠাগারের কার্যক্রম আরম্ভ হয়। এক সময় তা ১/২ আর.কে. গুপ্ত রোডের একটি দোকান ঘরে ৪০ টাকা ভাড়ায় স্থানান্তরিত হলো পাঠাগার। ১৯৬৯ সালে শহরের প্রধান সড়কের পূর্বপাশে কো-অপারেটিভ ভবনে স্থানান্তরিত হলো সুধীজন পাঠাগার। ভবনটি আজ আর নেই। মূলত হোসেন জামালের প্রচেষ্টায় রাজপথের পটে উঠে এলো সুধীজন পাঠাগার। সবার মধ্যে উৎসাহ ছড়িয়ে পড়ল। ১৯৭০ সালে সাংস্কৃতিক সপ্তাহের আয়োজন করা হলো পাঠাগারের উদ্যোগে। ১৯৭৮ সালে পৌরসভা প্রদত্ত জমিতে স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় সুধীজন পাঠাগারের নিজস্ব ভবন স্থাপনের কাজ আরম্ভ হয়। ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত একতলা ভবনে কাজ চলার পর নির্মিত হয় ওপরের আরো দুইটি তলা কৃষি ব্যাংককে দুইতলা ভাড়া দেবার বিনিময়ে। ১৯৮৭ সালে তিনতলা ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হওয়ার পাশাপাশি উদ্‌যাপন করা হয় রজত জয়ন্তী। দুই দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে দেশে জ্ঞানী-গুণী, শিল্পী-সুধীর সমাবেশ ঘটেছিল পাঠাগারে। তিনতলা ভবনে উঠে আসার আগেই ১৯৮৫ সালে সুধীজন পাঠাগার প্রকাশ করে নারায়ণগঞ্জের ইতিহাস। এছাড়া বাংলা ১৪০০ সাল তথা নতুন শতাব্দী বরণ উপলক্ষে প্রকাশ করা হয় 'বাংলা সংস্কৃতির শতবর্ষ' নামে ৭০০ পৃষ্ঠার বেশি একটি গ্রন্থ।

বর্তমানে দৈনিক ৭০/৮০টি বই ইস্যু হয়। সদস্য সংখ্যা ৭০০-র বেশি। বছরে লাখ টাকার ওপর বই কেনা হয়। সদস্যদের চাহিদা অনুসারে বই সংগ্রহ করা হয়। গ্রন্থ সেবার পাশাপাশি স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিক উৎকর্ষ বিকাশে বই পড়া, বিতর্ক, সাধারণজ্ঞান, বাংলা বানানসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। আয়োজন হয় সুধী সমাবেশের। মহান ভাষা আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে সুধীজন পাঠাগার ২০০২ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি নারায়ণগঞ্জের ভাষা সৈনিকদের প্রীতি সম্মিলনীর আয়োজন করে তাঁদেরকে সংবর্ধনা দিয়েছে।

৮ম হোসেন জামাল স্মৃতি পুরস্কার পেলেন অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

মরহুম হোসেন জামাল

সুধীজন পাঠাগারে অকাল প্রয়াত বিশিষ্ট সংগঠক হোসেন জামালের স্মৃতিতে পাঠাগার ও জামাল পরিবারের যৌথ অর্থায়নে প্রবর্তিত হয়েছে হোসেন জামাল স্মৃতি পুরস্কার। এ বছর ৪১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপনের অংশ হিসেবে ৮ম হোসেন জামাল স্মৃতি পুরস্কার দেয়া হচ্ছে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদকে। পুরস্কারের অর্থমান ৫০ হাজার টাকা। সঙ্গে একটি অভিজ্ঞানপত্র। ২৯ এপ্রিল সন্ধ্যায় নারায়ণগঞ্জে পাঠাগার ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে এই পুরস্কার হস্তান্তর করা হবে। এতে প্রধান অতিথি থাকবেন বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ। একই দিন বিকেলে যেসব প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক সদস্য এখনও সক্রিয়ভাবে পাঠাগারের সঙ্গে সম্পৃক্ত আছেন তাঁদেরকে দেয়া হবে স্মারক সম্মাননা। এতে প্রধান অতিথি থাকবেন কথাসাহিত্যিক শওকত আলী।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

ফ্যাক্টস ফাইল

প্রতিষ্ঠাকাল : ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৪
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক : অধ্যাপক নুরুল হক
প্রতিষ্ঠাতা কর্মাধ্যক্ষ : ফজলে রাব্বি
প্রতিষ্ঠাতা পাঠাগারিক : মোহাম্মদ ইসহাক
নামকরণ : অধ্যাপক সাইদুর রহমান ভঞা
নামের স্টাইল লিখন: আবু বকর আলভী
প্রথম কার্যালয় : রজনী নিবাস, আলমপাড়া, নারায়ণগঞ্জ
বর্তমান কার্যালয় : সুধীজন পাঠাগার ভবন, ২৩১ বঙ্গবন্ধু সড়ক, নারায়ণগঞ্জ
লোগো নকশা : সিকান্দার হায়াৎ মামুন
পাঠাগারের মুখপত্র 'সুধী'-র নামকরণ ও পরিকল্পনা : ফজলে রাব্বি; প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদ: কাইয়ুম চৌধুরী; সম্পাদক: মোহাম্মদ ইসহাক।
প্রকাশনা 'নারায়ণগঞ্জের ইতিহাস' গ্রন্থের পরিকল্পনা : ড. মমতাজুর রহমান তরফদার ও হোসেন জামাল
প্রকাশনা 'বাংলা সংস্কৃতির শতবর্ষ' গ্রন্থের পরিকল্পনা: ড. করুণাময় গোস্বামী।

(সূত্র : সুধী, স্মৃতিচারণ সংখ্যা, এপ্রিল ১৯৯৩)